দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

রংপুরের বদরগঞ্জে বাড়ছে বাল্যবিয়ে প্রবণতা

১ বছরে দুর্ভাগ্যের শিকার ৫৭ শিক্ষার্থী নির্বিকার প্রশাসন

■ রংপুর প্রতিনিধি

রংপুরের বদরগঞ্জে বেড়েই চলেছে বাল্যবিয়ের প্রবণতা। বাল্যবিয়ে রোধে প্রশাসনের নেই কোনো তৎপরতা। অল্প বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে ছাত্রীদের। ওইসব মাদ্রাসা ও স্কুল ছাত্রীদের বাল্যবিয়ে বন্ধ এবং বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে না পারায় হতাশ হয়ে পড়ছেন উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানরাও।

গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ঘুরে বিদ্যালয় প্রধানদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সচেতনতার অভাব এবং প্রশাসনের তৎপরতা না থাকার কারণেই দিন দিন বেড়েই চলেছে বাল্যবিয়ের সংখ্যা। গত এক বছরে উপজেলার চাদরকুটির ডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও দিলালপুর সিদ্দিকীয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ৫৭ জন ছাত্রী বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে। এরা ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। বাল্যবিয়ের শিকার দিলালপুর সিদ্দিকীয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ১০ম শ্রেণির আমেনা (১৬), নূরবানু (১৬), জাহুদা খাতুন (১৬), হাসিনা বানু (১৬), ৯ম শ্রেণির ছাত্রী রজিফা (১৫), মোবাশ্বেরা (১৫), হালিমা খাতুন (১৫), রুমানা (১৫), দেলজাহান (১৫), হাকিমা (১৫), সান্তনা (১৫), আরজু খাতুন (১৫), ৮ম শ্রেণির ছাত্রী জবা খাতুন (১৪), সুমি (১৪), নূরজাহান (১৪), আমেনা খাতুন (১৪), তাছলিমা (১৪), মিম (১৪), কেয়া (১৪), জীবন (১৪), ৭ম শ্রেণির ছাত্রী চাঁদনী (১৩), মোরসালিনা (১৩), রাজিয়া (১৩), জাহানারা (১৩), এসমোতারা (১৩), রুমি (১৩), সাহিনুর (১৩), হাসিমা (১৩), শামিমা (১৩), জান্নাতি (১৩), ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী শহিদা খাতুন (১২), কারিমা (১২) ও জবা খাতুন (১২)।

এদের মধ্যে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী নূরবানু, আমেনা, ৯ম শ্রেণির মোবাশ্বেরা, হালিমা, ৮ম শ্রেণির নূরজাহান ও জাহানারা নিয়মিত মাদ্রাসায় যায়। ১০ম শ্রেণির ছাত্রী হাসিনা বানুর প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পরে তাকে আবার এক যুবকের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। ৯ম শ্রেণির ছাত্রী আরজু এক সন্তানের মা হয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসার কারণ জানতে চাইলে ৭ম শ্রেণির ছাত্রী হালিমা বলেন, আমি বিয়ে করতে চাইনি। আমি বলেছিলাম, আমি লেখাপড়া করব। কিন্তু আমার বাবা-মা জোরপূর্বক আমার বিয়ে দিয়েছেন।

চাদরকুটির ডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী ইসরাত (১৬), তাজমিরা (১৬), রেখা রানী (১৬), রুজিনা (১৬), রুনা লায়লা (১৬), আনিছা (১৬), ৯ম শ্রেণির ছাত্রী ইন্নি (১৫), মৌসুমি (১৫), জিয়াসমিন (১৫), বানুয়া (১৫), ৮ম শ্রেণির ছাত্রী সাবিনা (১৫), নূরবানু (১৪), ৭ম শ্রেণির ছাত্রী মুক্তা (১৩), সুমি (১৩), সুরুভী (১৩), ফাতেমা (১৩), শাহনাজ (১৩), নাসরিন (১৩), মনিরা (১৩), ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ফেরদৌসী (১২), মাবিয়া (১২)। এদের মধ্যে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী ইসরাত জাহান, ৯ম শ্রেণির জিয়াসমিন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়। অন্যরা স্বামীর ঘর-সংসার করছে। ১০ম শ্রেণির ছাত্রী রুজিনা সম্প্রতি মৃত, সন্তান প্রসব করেছে বলে জানা গেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, শুধু এই ২ বিদ্যালয়েই নয়। অন্যান্য বিদ্যালয়েও একই অবস্থা বিরাজ করছে। পারিবারিক সচেতনতার অভাব এবং প্রশাসনের তৎপরতা না থাকায় দিন দিন বাল্য বিয়ের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। দিলালপুর সিদ্দিকীয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোখসেদুল হক সরকার বলেন, প্রতি মাসে ২ থেকে ৩ জন ছাত্রীর বিয়ে হচ্ছে। চাদরকুটির ডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছালেমা খাতুন বলেন, বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের খবর প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না।